কৃষি সুপারিশ

২৯ শে সেপ্টেম্বর-২ রা অক্টোবর, ২০২২ (১২ -১৫ শে আশ্বিন ১৪২৯)

কলাই- এই সময়ে পাতায় বাদামি দাগ দেখা যায়, প্রয়োজনে কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। হলদে কুটে রোগও দেখা যেতে পারে, পাতায় হলদে মোজাইক রোগ দেখা যায় ও পাতা কুঁকড়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি বহুত ও ফুল-ফল কম হয়।সাদা মাছি নামক বাহক পোক দমন করতে হবে। সাদা মাছি দমনের জন্য মিথাইল ডিমেটন ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

অড়হর- মরচে রোগ দেখা দিলে ২.৫ গ্রাম মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব বা ০.৭৫ মিলি প্রোপিকোনাজোল স্প্রে করতে হবে। শুঁটি ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট বা ২.০ মিলি কার্বোসালফান স্প্রে করতে হবে।

খরিফ ভুট্টা - ভূট্টায় **ফল আর্মি ওয়ার্ম** নামক লেদা পোকার আক্রমন দেখা গেলে নোভালিউরোন + ইমামেকটিন বেনজোয়েট মিশ্রণ ১.৭৫ মিলি বা ইমামেকটিন বেনজোয়েট ৮ গ্রাম অথবা স্পিনেটোরাম ০.৫মিলি প্রতি লিটার জলে অথবা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল ৪.৫ মিলি প্রতি ১০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। **পাতা ধ্বসা** - লম্বাকার বা ডিম্বাকার ফ্যাকাশে বড় দাগ পাতায় দেখা যায় ও শেষে পাতা শুকিয়ে যায়। প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম জিনেব বা ১.৫ মিলি হেক্সাকোনাজোল গুলে স্প্রে করতে হবে।

আউস ধান - ধানের দানায় দুধ অবস্থায় গন্ধী পোকার আক্রমন দেখা যায়। এই পোকা পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ দুই অবস্থায় ধানের ক্ষতি করতে পারে।বদি গড়ে প্রতি ৫টি গুছিতে একটি পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ পোকা দেখা যায় তবে ফুলা ১১ টার পরে ক্লোরপাইরিফস ১.৫% গুঁড়ো প্রয়োগ অথব কার্বারিল ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আমন ধান- আমন ধানে খোলা পচা রোগ দেখা দিতে পারে, সতর্ক থাকতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা গেলে ভ্যালিডামাইসিন ৩% ২ মিলি বা প্রোপিকোনাজোল ২৫% ০.৭৫ মিলি স্প্রে করা যেতে পারে। পাতামোড়া পোকা, মাজরা পোকার আক্রমণ বেশি মাত্রায় দেখা গেলে পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট বা ১ মিলি ট্রায়াজোফস বা ১.৫ মিলি ক্লোরপাইরিফস + সাইপারমেথ্রিন প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। এছাড়া, রোয়া জমিতে পাখি বসবার জন্য বাঁশের কঞ্চী বিঘাপ্রতি ৩-৪ টি বসিয়ে দিলে পাখি লেদা জাতীয় পোকার পূর্ণাঙ্গ মথ খেয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করবে। বাদামি বা হলদেটে রং এর ছোটো ছোটো শোষক পোকা দলবদ্ধ ভাবে গাছের গোড়ায় বসে রস চুষে খায় এবং গাছের গোড়া পঁচে যায়। লক্ষ্য না রাখলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে, গুছি প্রতি বাদামি শোষকের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষেতে বন্ধু পোকা যেমন, মাকড়সা, বোলতা, মিরিড বাগ ইত্যাদির সংখ্যাও দেখে নিয়ে ওষুধ প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজন হলে ক্লোরোপাইরিফস ১.৫% ডিপি বা কার্বারিল ৫% ডিপি ১০কেজি প্রতি একরে অথবা অ্যাসিফেট ০.৭৫ গ্রাম বা অ্যাসিফেট ২৫% + ফেনভেলারেট ৩% ১ মিলি বা থায়োমিথোক্সাম ২৫% ডব্লুজি. ০.৩৪ গ্রাম বা ফেনুবুকার্ব ৫০% ইসি ১.৫০ মিলি বা বুপ্রোফেজিন ২৫% এসসি ১.৫ মি স্প্রে করা যেতে পারে।

সব্জি- টোম্যাটো - উন্নত জাত- অগ্রণী (বি-৫৪), পাঞ্চালী। আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনার উপযুক্ত সময়। বীজ বোনার পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ২.৫ গ্রাম ক্যাপটান ৫০ % বা ২-২.৫ গ্রাম থাইরাম ৭৫% মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। একর প্রতি ২ টন জৈবসার ও ৬ কেজি অ্যাজোফস্ প্রয়োগ করতে হবে। বিনা সেচে চাষ করলে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফরাস ও ১২ কেজি পটাশ সার শেষ চাষের আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। সেচসেবিত এলাকায় জমি তৈরীর সময়ে প্রথমবার ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১৪ কেজি ফসফরাস ও ৭ কেজি পটাশ সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পরে একরে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ও ৭ কেজি পটাশ চাপান সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ, তথ্য ও সম্প্রচার),
পশ্চিমবঙ্গ